

শিক্ষানগরী ময়মনসিংহ শহরে শিশু শিক্ষার জন্য একটি উন্নত প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ থেকেই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি আধুনিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলো। যার নাম দেওয়া হলো 'প্রি-ক্যাডেট স্কুল' যার বর্তমান নাম 'প্রিমিয়ার আইডিয়াল স্কুল'। ১৯৭৭ সালের ২৪ জানুয়ারী স্থাপিত হলে স্কুলটি তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মাহবুবুর রশীদ এর নেতৃত্বে স্থানীয় সুধীজন স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সনে নওমহল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রি-ক্যাডেট স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন স্বনামধন্য জেলা প্রশাসক জনাব এম ফয়জুর রাজ্জাক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় শিশু শিক্ষার পথিকৃৎ ও পরম শ্রদ্ধেয়া মিসেস ফাতেমা আক্তার শামসুদোহা বি.এ, বি.এড (লন্ডন মাস্তুরী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ)। জেলা প্রশাসনসহ যে সকল সুধীজন শিক্ষানুরাগী, দাতা এগিয়ে আসেন তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তারা হলেন সৈয়দ ফারুকী, এ.কে.এম শামসুদ্দিন, আমির হোসেন, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, এডভোকেট এ.কে.এম মঞ্জুরুল হক ইঞ্জিনিয়ার রফিক হাসনাত, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল জলিল শিকদার, হাজী মোঃ আব্দুল বারী, ডাঃ এ.আর. খান, ডাঃ কে. জামান, মিসেস সুফিয়া করিম, মিসেস মরিয়ম হাশিম উদ্দিন, প্রফেসর রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর মোকাররম হোসাইন, প্রফেসর আব্দুস শাকুর, মিঃ এসহাক আকন্দ, ডাঃ হুমায়ুন আহমেদ, অধ্যাপক মাহামুদুল হাসান, এডভোকেট এ. এফ. এম নাজমুল হুদা, এ. কে. এম ফজলুল হকসহ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এদের মেধা, শ্রম, উৎসাহ ও স্বতোগ্রনোদিত দানে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল 'প্রি-ক্যাডেট স্কুল'।

১৯৭৮ সনে স্কুলটি নওমহল এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র অর্থাৎ তৎকালীন মরিয়ম স্কুলের দু-তিনটি কক্ষে ক্লাস চালাতে থাকে। এরপর জেলা প্রশাসকের বদান্যতায় ১৯৭৮ সনেই ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে কালিবাড়ী এলাকার ২০৩, কে.বি ইসমাইল রোডে সরকারী লিজ জমিতে প্রি-ক্যাডেট স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ মিসেস ফাতেমা আক্তার এর নিষ্ঠা, সততা, কর্মোদ্যম ও

সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রারম্ভিক কাল থেকেই শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তিনি মাত্র ছয়-সাত জন শিক্ষক নিয়ে যারা হলেন, রাশিদা বেগম, দুরদানা আক্তার খানম, আনোয়ারা খাতুন, তাহমিনা বেগম, রোকেয়া খাতুন ও বীরেন্দ্র কুমার রায়কে নিয়ে স্কুলের ক্লাস শুরু করেন। স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল মাত্র চব্বিশ জন। ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হলেও শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তমান হয়ে শহরবাসীর নিকট অভাবনীয় সাড়া জাগায়। স্থানীয় জনগণ স্বেচ্ছাসেবী হয়ে স্কুলের উন্নয়নে তহবিল গঠনে তৎপর হন। তৎকালীন সরকার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করতে সহায়তা করেন এডভোকেট এ. এফ. এম নাজমুল হুদা। ইঞ্জিনিয়ার রফিক হাসনাত স্কুলের একটি মাস্টার প্ল্যান করে দেওয়ার সাথে সাথেই স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)সহ গণ্যমান্য সকলে ভবন নির্মাণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্কুল বাস ক্রয় করা হলো, যা ছিল ময়মনসিংহ শহরের প্রথম স্কুল বাস। এতে দূর-দূরান্ত এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে জ্ঞান অন্বেষণে আসতে শুরু করে। বাংলাদেশের একমাত্র টিভি স্টেশন, ঢাকা-তে এই স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা প্রদর্শন করে ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্য নাট্য। ময়মনসিংহ শহরের শিল্পকলা একাডেমীতে নৃত্য সম্রাট যোগেন্দ্র দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় নৃত্য-নাট্য ‘লাল কমল ও নীল কমল’। মনোমুগ্ধকর এই সকল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ক্রীড়া অনুষ্ঠান, মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠান ইত্যাদি ও সকলকে উৎসাহ যোগায়। প্রথম ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি হয় বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিদ্যা শিক্ষার প্রতিযোগিতায় স্কুলটি এগিয়ে চলে। স্কুলে উন্নতমানের সিলেবাস ও উন্নতমানের পাঠ্যবই যেমনঃ Radiant way, Active English ইত্যাদি বই পড়ানো হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতপ্রাপ্ত হয়েই বৃত্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে অভাবনীয় ফল লাভ করে ১৯৭৯ সনেই। ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি লাভ করায় স্থানীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে ৮টি ট্যালেন্টপুলের ভিতর ৮টি বৃত্তিই প্রি-ক্যাডেট স্কুল লাভ করে। এভাবে ময়মনসিংহ শহরে ‘প্রি-ক্যাডেট স্কুল’ টি

স্বনামধন্য হওয়ার পথ রচনা করে। স্কুলে সাপ্তাহিক ছুটি থাকে দুইদিন, যা ছিল ময়মনসিংহ শহরে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল আপরাগতিক।

ইতিমধ্যে নির্মিত হয় স্কুলের তিনতলা ভবন। সকলের শ্রদ্ধেয় মিসেস ফাতেমা আক্তার ময়মনসিংহ শহরে যে দীপশিখা জ্বালিয়ে গেলেন তা যুগে যুগে মানুষকে করবে দীপ্তমান। তার নিকট আমরা চিরঋণী। পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে আমরা স্মরণ করি। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন চিরকাল।

১৯৮৫ সালে স্কুলের ২য় প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন মিসেস দুরদানা আক্তার খানম। তিনি স্কুলটি জুনিয়র হাই স্কুল ও পরে হাই স্কুল রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য ম্যানেজিং কমিটিসহ সকলের সহযোগিতা দান ও স্কুলটি প্রি-ক্যাডেট স্কুল রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯১ সনে প্রথম ২৬ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে স্কুলটি সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে বেসরকারী হাই স্কুলের নীতিমালার অধীন হয়। ১৯৮৯ সালে ‘সেজুতি’ নামে দেয়ালিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরে ‘এক ঝাক পায়রা’ নামে স্কুল ম্যাগাজিনও প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্কুলটির জীবনে চরম দুর্দশা নেমে আসে। আর্থিক অনিয়ম ও বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে স্কুলটি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ১৯৯৩ সনের নভেম্বর মাসে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। বিমল কুমার কুন্ডু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) স্কুলের হাল ধরতে প্রেরণা যোগান। স্কুল ম্যানেজিং কমিটিসহ শিক্ষক, অভিভাবকদের চেষ্টায় স্কুলের সুনাম পুনরুদ্ধারে সকলে তৎপর হন। এস.কে মাজহারুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সহ ডাঃ কে. আর ইসলাম, মাহবুবুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার রফিক হাসনাত, ডাঃ এ. কে. এম রুহুল আমিন খান জাহাঙ্গীর, এডভোকেট সফিউর রহমান, এডভোকেট আলাউদ্দিন খান, উপাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা হোসেন বিশ্বাস ও প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ স্কুলের জন্য যে মেধা, শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেন তা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করি। এই অবস্থায় যারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন তাদের

ঐকান্তিক সহযোগিতা না পেলে দুর্দশা কাটিয়ে উঠা সম্ভব ছিল না। যাই হোক স্কুলের চরম দুর্দিন কাটাতে বেশ কয়েক বছর অতিক্রম হবার পর তার পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ক্রমে ক্রমে স্কুল তার পূর্ব গৌরব অর্জনের পথে এগিয়ে চলতে শুরু করে। স্কুলের আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। নতুন তিনতলা ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০০৫ সনে। এস.এস.সি, জুনিয়র বৃত্তি ও প্রাইমারী বৃত্তি পরিক্ষায় স্কুলটি পূর্বের মতো সন্তোষজনক ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়। এরপর ২০১০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদেশক্রমে স্কুলের নামের সাথে ‘ক্যাডেট’ শব্দটি বাদ দেওয়ার নির্দেশে স্কুলের সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইয়াসমীন আফসানার নেতৃত্বে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মতামতক্রমে স্কুলের নাম রাখা হয় ‘প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুল’। ২০১০ সনের এস.এস.সি পরিক্ষার্থীরা প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুলের প্রথম ব্যাচ হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

একসময় ক্ষুদ্র পরিসরে একটি চালাঘরে স্কুলটি শুরু হলেও বর্তমানে এর কর্মযজ্ঞ বিশাল আকার ধারণ করেছে। প্লে গ্রুপ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে ৪৩৩৩ জন শিক্ষার্থী। এমপিওভুক্ত শিক্ষক ১৪ জন আর খন্ডকালীন শিক্ষক ৪৮ জন। অফিস সহকারী ৫ জন সহ অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা ১৪ জন। স্কুলে ৩টি তিনতলা ভবন (একাডেমিক ভবন-১, একাডেমিক ভবন-২, একাডেমিক ভবন-৩)সহ রয়েছে বড় হলরুম। শ্রেণিকক্ষ ২৮টি, ১টি বিশাল আইএলসি কক্ষসহ রয়েছে ১টি লাইব্রেরী, ১টি বিজ্ঞানাগার কক্ষসহ রয়েছে বিশাল প্রশাসনিক ভবন যেখানে রয়েছে অফিস কক্ষ, প্রধান শিক্ষক কক্ষ, সিনিয়র শিক্ষক, জুনিয়র শিক্ষক কক্ষ।

পরিকল্পনাবিহীন ভাবে কোনোকিছুই অগ্রসর হতে পারে না। তাই স্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে আমাদের কিছু চিন্তা ভাবনা। ছাত্র সংখ্যা সীমিত করে উন্নতমানের এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যাতে ছাত্ররা জি.পি.এ-৫ অর্জন করতে পারে অনায়াসেই। ৪র্থ তলা ভবন নির্মাণ করে ছাত্রাবাস নির্মাণ করা আমাদের লক্ষ্য।

খেলাধুলার জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। অদূর ভবিষ্যতে স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে রূপান্তরিত হবে এই প্রত্যাশা সকলের। স্কুলের লিঙ্গকৃত জমি স্কুলের নামে গ্রহন সহ স্কুলের সম্মুখভাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সুদৃশ্য প্রবেশদ্বার নির্মাণ। যারা স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্নে ছিলেন তারা অনেকেই আজকে নেই, আমরাও থাকবো না, থাকবে স্কুল আর ছাত্র/ছাত্রীরা। তারা দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হবে। তাদের নিকট আনন্দময় হবে ‘প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুল’ এর সুখস্মৃতি। এতে সকলের প্রত্যাশাও পূরণ হবে। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। আমিন।।